সংবাদ

তারিখ - 1.7. FEB. 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাউফলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

পালন হয় না আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আল মামুন, বাউফল (পটুয়াখালী)

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই কোন স্থায়ী শহীদ মিনার। যেসব প্রতিষ্ঠানে আছে, তাও আবার সংকীর্ণ। এর ফলে যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবসটি পালিত হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা একুশের চেতনা, মূল্যবোধ এবং এর তাৎপর্য জানা ও বোঝা থেকে উপেক্ষিত হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ উপজেলায় ২২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১টি নিম্ন মাধ্যমিক ও ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি কলেজ এবং ৬৭টি মাদ্রাসা রয়েছে। এর বাইরেও প্রায় ১০০ এর মতো কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। কলেজ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থায়ী শহীদ মিনার থাকলেও তা সংকীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাদ্রাসায় কোন শহীদ মিনার নেই। এর ফলে ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি পালিত হয় দায়সারাভাবে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে পালন হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

কাছিপাড়া গ্রামের আবুল বশার নামের এক অভিভাবক অভিযোগের সুরে বলেন, গ্রাম অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে এ দিবসটি সঠিকভাবে পালিত হয় না। ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা একুশের চেতনা, মূল্যবোধ এবং এর তাৎপর্য জানতে পারছে না। এ রকম হলে শিক্ষার্থীরা একসময় একুশের ইতিহাস ভুলে যাবে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি উদযাপনের জন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে নির্দেশনা দেয়া থাকলেও মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কৌশলে এ বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন প্রকার ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই এমনটি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরেজমিন গিয়ে শনিবার দেখা যায়, উপজেলার বাউফল-কালিশুরি সড়কের পাশে অবস্থিত কালিশুরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সীমানা দেয়ালের সঙ্গে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে, বাউফল আদর্শ বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি একটি ভবনের দেওয়াল ঘেষা অবস্থায় নির্মিত, ধানদী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি বহুতল ভবনের সিঁড়ির নিচে নির্মিত। বাউফল কলেজের শহীদ মিনারটি অত্যন্ত সংকীর্ণ, অন্য কলেজগুলোতে নির্মিত শহীদ মিনারের অবস্থা অনেকটা ভালো। তবে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মিত শহীদ মিনার পাওয়া যায়নি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক এম এর রেজাউল করিম সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই কলাগাছ কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ দিয়ে অস্থায়ীভাবে শহীদ মিনার তৈরি করে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ দিবসটি পালন করা হয়। তিনি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারিভাবে শহীদ মিনার নির্মাণের দাবি জানান।

মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের সভাপতি এ এম এম আবদুল হাই বলেন, মাদ্রাসাগুলোতে শহীদ মিনার নেই। তবে এ দিবসটিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শহীদদের জন্য দোয়া-মিলাদ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান বলেন, অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মিত আছে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এ দিবসটি পালিত হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামাল উদ্দিন এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফর রহমান জানান, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অমান্য করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এ বি এম সাদিকুর রহমান বলেন, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো সবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর ব্যত্যয় ঘটলে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।